OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 447 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 447 - 456
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সৌম্যদীপ বেরা
স্বাধীন গবেষক
Email ID: Soumyadeepberasocio@gamil.com
0009-0002-4903-6218

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Artificial Intelligence, Folk Culture, Sociology of Culture.

Abstract
Folk culture-including oral narratives, folk songs, ritual performances, handicrafts, dialects, and community-based knowledge systems-has long served as a vessel of collective memory and social identity. In the twenty-first century, however, rapid urbanization, migration, market-driven homogenization, and the weakening of intergenerational transmission have placed many folk traditions at risk of disappearing. This paper examines the emerging role of Artificial Intelligence (AI) in documenting, revitalizing, and disseminating folk culture, and situates this discussion within a sociological framework. Building on Émile Durkheim's idea of collective consciousness, Robert Redfield's folk-urban continuum, and insights from contemporary digital sociology, the paper argues that AI technologies-including natural language processing, speech-to-text transcription, machine translation, image and pattern recognition, and generative modelling - offer new and powerful tools for archiving endangered oral traditions, reconstructing fading practices, and making folk heritage accessible to wider and younger audiences. At the same time, the paper takes a critical view of the risks that come with this technological intervention: the possibility that sacred or community-owned knowledge may be stripped of its original context and turned into a commercial product, the unequal access created by the digital divide, unresolved questions of intellectual property and consent within folk communities, and the danger that algorithm-driven curation may end up flattening the very diversity it sets out to protect. Drawing on examples from Bengal and other folk traditions - including Baul music, archives of the Bratachari movement, and tribal oral literature - the paper shows both the promise and the pitfalls of AI-assisted cultural preservation. It concludes that AI can genuinely support folklorists, sociologists, and community custodians, but only when it is deployed through participatory approaches that treat folk communities as co-owners and decision-makers, not passive subjects of digitization. The paper closes with a proposed ethical, community-centred framework for AI-based cultural preservation projects, one that emphasizes

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 447 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

informed consent, fair benefit-sharing, and the protection of living, evolving traditions rather than their reduction to static digital artefacts.

Discussion

ভূমিকা : সংস্কৃতি মানবসমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আর লোকসংস্কৃতি হল সেই সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও তৃণমূলস্তরের প্রকাশ। লোকগান, লোককথা, লোকনাট্য, হস্তশিল্প, আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষা, লোকাচার এবং সামাজিক অনুষ্ঠান — এই সবকিছু মিলিয়েই গড়ে ওঠে একটি জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত পরিচিতি। এই লোকসংস্কৃতি কোনো স্থবির বস্তু নয়, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মৌখিক ও অনুশীলনমূলকভাবে সঞ্চারিত এক জীবন্ত ঐতিহ্য। কিন্তু আধুনিকীকরণ, নগরায়ন, অভিবাসন এবং বিশ্বায়নের ফলে এই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানভাণ্ডার আজ এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শহরমুখী স্থানান্তর, প্রথাগত পরিবারকাঠামোর ভাঙন এবং বৈশ্বিক গণমাধ্যম সংস্কৃতির প্রাধান্য লোকসংস্কৃতির স্বাভাবিক সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে।

এমন এক প্রেক্ষাপটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। স্বয়ংক্রিয় বাক্-থেকে-লেখ্য রূপান্তর, যন্ত্র অনুবাদ, চিত্র ও প্যাটার্ন শনাক্তকরণ, এবং জেনারেটিভ মডেলের মতো প্রযুক্তি লোকসংস্কৃতির নথিভুক্তিকরণ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে প্রযুক্তি কোনো নিরপেক্ষ হাতিয়ার নয় — এর প্রয়োগ সামাজিক কাঠামো, ক্ষমতাসম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক মালিকানার প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত (Srinivasan 108)। এই প্রবন্ধে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে, এবং এর সঙ্গে যুক্ত সম্ভাবনা ও ঝুঁকি উভয়ই আলোচিত হয়েছে।

প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য তিনটি— প্রথমত, লোকসংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্য ও তার বর্তমান সংকটের কারণ অনুসন্ধান করা; দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাগুলি সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা; এবং তৃতীয়ত, এই প্রযুক্তি-নির্ভর সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় নৈতিকতা, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতার প্রশ্নগুলি তুলে ধরা।

গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক কাঠামো : এই প্রবন্ধটি মূলত একটি বিশ্লেষণাত্মক ও তত্ত্বনির্ভর (Analytical-Theoretical) পদ্ধতিতে রচিত, যেখানে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের পরিবর্তে বিদ্যমান সাহিত্য, প্রতিবেদন ও তাত্ত্বিক গ্রন্থের সমালোচনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে যুক্তি নির্মাণ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্যসূত্র হিসেবে সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতিবিদ্যা (Folkloristics) এবং ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ সংক্রান্ত জার্নাল প্রবন্ধ, ইউনেস্কোর প্রতিবেদন এবং ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ প্রকল্পের দলিলপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্লেষণের কাঠামো হিসেবে দুর্খেইমীয় কার্যক্রমবাদ (Durkheim 210), রেডফিল্ডের ফোক-আরবান কন্টিনিউয়াম (Redfield 92), আলভাক্সের সামাজিক স্মৃতি তত্ত্ব (Halbwachs 43) এবং সমালোচনামূলক দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি- এই চারটি তাত্ত্বিক অবস্থানকে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির সম্পর্ককে একমাত্রিকভাবে না দেখে বহুস্তরীয়ভাবে বোঝা যায়।

এই আন্তঃবিভাগীয় (Interdisciplinary) দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কারণ হল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও লোকসংস্কৃতির সম্পর্ক কেবলমাত্র একটি প্রযুক্তিগত প্রশ্ন নয়, বরং একটি গভীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রশ্নও বটে। তাই প্রযুক্তি-বিশ্লেষণের পাশাপাশি সামাজিক কাঠামো, ক্ষমতাসম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক মালিকানার প্রশ্নগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

লোকসংস্কৃতি : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক তাৎপর্য : লোকসংস্কৃতি বলতে বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মৌখিক ও ব্যবহারিকভাবে প্রবাহিত জ্ঞান, বিশ্বাস, রীতিনীতি, শিল্প ও অভিব্যক্তির সামগ্রিক রূপ। এর মধ্যে রয়েছে লোকগীতি (যেমন- বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া), লোককাহিনি ও উপকথা, লোকনাট্য (যাত্রা, পুতুলনাচ), লোকশিল্প (পটচিত্র, আলপনা, মৃৎশিল্প), এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান। সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট রেডফিল্ড তাঁর 'Folk-Urban

Continuum' তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে লোকসমাজ এবং নগরসমাজ একটি ধারাবাহিকতার দুই প্রান্তে অবস্থান করে— লোকসমাজ যেখানে সমসত্ত্ব, ঐতিহ্যনির্ভর ও মুখে মুখে জ্ঞান সঞ্চারিত হয়, সেখানে নগরসমাজ বিষমসত্ত্ব, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞাননির্ভর (Redfield 98)।

এমিল দুর্খেইমের 'সমষ্টিগত চেতনা' (Collective Consciousness) ধারণাটি লোকসংস্কৃতি বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। দুর্খেইমের মতে, সমাজের সদস্যদের অভিন্ন বিশ্বাস ও অনুভূতির সমষ্টিই সামাজিক সংহতির ভিত্তি রচনা করে, এবং লোকাচার-অনুষ্ঠান সেই সংহতিকে বারবার পুনরুজ্জীবিত করার একটি প্রতীকী মাধ্যম (Durkheim 212)। লোকগান বা লোকাচার তাই কেবল বিনোদন নয়, বরং সামাজিক সংহতি, সমষ্টিগত স্মৃতি এবং পরিচিতি নির্মাণের একটি কার্যকরী প্রক্রিয়া। কাঠামোগত-কার্যক্রমবাদী (Structural-Functionalist) দৃষ্টিকোণ থেকেও লোকসংস্কৃতিকে সমাজের ভারসাম্য রক্ষাকারী একটি উপাদান হিসেবে দেখা যায়— এটি সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক শিক্ষা এবং প্রজন্ম-হস্তান্তরের একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।

এছাড়া লোকসংস্কৃতি সামাজিক পুঁজি (Social Capital) নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিয়ের বুর্দ্যুর সাংস্কৃতিক পুঁজি তত্ত্ব অনুসারে, লোকজ্ঞান ও ঐতিহ্য একটি জনগোষ্ঠীর প্রতীকী মূলধন হিসেবে কাজ করে, যা তাদের সামাজিক মর্যাদা ও স্বতন্ত্র পরিচিতি বজায় রাখতে সাহায্য করে (Bourdieu 470)। তাই লোকসংস্কৃতির অবলুপ্তি কেবল কয়েকটি গান বা প্রথার বিলোপ নয়, বরং একটি সমগ্র সামাজিক স্মৃতি ও পরিচিতির ক্ষয়।

লোকসংস্কৃতির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তার সমষ্টিগত রচনাপ্রক্রিয়া। প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের বিপরীতে, লোকশিল্পের কোনো একক স্রষ্টা থাকে না - এটি বহু প্রজন্মের সম্মিলিত সৃজনশীলতার ফসল, যা মৌখিক পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ক্রমাগত পরিমার্জিত ও পুনর্নির্মিত হয়। অ্যালান ডান্ডেস তাঁর লোকসংস্কৃতিবিদ্যা সংক্রান্ত রচনায় দেখিয়েছেন যে লোকঐতিহ্যের প্রতিটি পরিবেশনা (Performance) একটি নতুন সৃষ্টিকর্ম— একই গান বিভিন্ন গায়েনের কণ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়, যা তাকে একটি স্থবির পাঠ্য নয় বরং একটি প্রবহমান প্রক্রিয়া করে তোলে (Dundes 21)। এই গতিশীলতাই লোকসংস্কৃতিকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ তৈরি করে - কারণ যেকোনো সংরক্ষণ পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের পরিবেশনাকে ধরে রাখে, অথচ ঐতিহ্যের প্রকৃত সত্তা নিহিত থাকে তার ক্রমাগত রূপান্তরের মধ্যে।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতিকে তাই তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়— বস্তুগত স্তর (গান, নকশা, শিল্পবস্তু), সামাজিক স্তর (পরিবেশনার প্রেক্ষাপট, অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা) এবং প্রতীকী স্তর (অর্থ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ)। সংরক্ষণের যেকোনো প্রচেষ্টাকে এই তিনটি স্তরকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে, নতুবা কেবলমাত্র বস্তুগত স্তরের সংরক্ষণ ঐতিহ্যের প্রকৃত সামাজিক-প্রতীকী তাৎপর্যকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হবে।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের মতামত : 'Folklore' বা লোকাচারবিদ্যা - শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন উইলিয়াম জন থমস্, যিনি একে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন রীতিনীতি, বিশ্বাস, কিংবদন্তি ও লোকাচারের অধ্যয়ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন (Thoms 862)। মার্কিন লোকসংস্কৃতিবিদ্যার পথিকৃৎ রিচার্ড এম. ডরসনের মতে, লোকঐতিহ্য কোনো বিচ্ছিন্ন উপাদান নয়, বরং তা একটি সম্প্রদায়ের সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির (Worldview) প্রতিফলন, যাকে তার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা উচিত নয় (Dorson 12)। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের পথিকৃৎ ফ্রানৎস বোয়াস সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদের (Cultural Relativism) প্রবক্তা হিসেবে যুক্তি দেন যে, প্রতিটি জনগোষ্ঠীর লোকজ্ঞান ও ভাষা তাদের নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক গঠন ও যুক্তিবোধের প্রতিফলন, এবং কোনো সংস্কৃতিকে অন্য সংস্কৃতির মানদণ্ডে বিচার করা উচিত নয় (Boas 460)।

লোকসংস্কৃতির গতিশীলতা প্রসঙ্গে বারি টোয়েলকেনের মত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য— তিনি লোকঐতিহ্যের মধ্যে দুটি সমান্তরাল নিয়মের কথা বলেন - 'রক্ষণশীলতা' (যা ঐতিহ্যকে ধরে রাখে) এবং 'গতিশীলতা' (যা তাকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে দেয়); তাঁর মতে এই দ্বৈততাই লোকসংস্কৃতিকে সত্যিকার অর্থে জীবন্ত রাখে (Toelken 40)। কিংবদন্তি-চর্চার (Legend) গবেষক লিন্ডা ডেগ মনে করেন, কোনো লোককাহিনি বা কিংবদন্তি আসলে সত্য-মিথ্যার প্রশ্নের ঊর্ধ্বে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 447 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গিয়ে একটি সম্প্রদায়ের সম্মিলিত বিশ্বাস-ব্যবস্থার (Belief System) দ্বান্দ্বিক প্রকাশ হিসেবে কাজ করে (Dégh 102)। বস্তুগত সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ হেনরি গ্লাসির মতে, লোকশিল্প নিছক কোনো ব্যবহারিক বস্তু নয়, বরং তা একটি সম্প্রদায়ের পরিচিতি ও ঐতিহ্যের নীরব ভাষা, যার মাধ্যমে সম্প্রদায় নিজেকে প্রকাশ করে (Glassie 45)।

বাংলার প্রেক্ষাপটে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকাচার বাঙালি জাতির অন্তর্নিহিত সামাজিক-ধর্মীয় মানসিকতার দর্পণস্বরূপ, এবং এর যথাযথ সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ছাড়া বাঙালি সংস্কৃতির প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব (Bhattacharya 15)। অন্যদিকে, বাউল-ফকির গবেষক সুধীর চক্রবর্তীর মত হল, বাউল সাধনা কেবলমাত্র সংগীত বা বিনোদন নয়, বরং তা একটি সামাজিক-আধ্যাত্মিক প্রতিরোধ-সংস্কৃতি (Culture of Resistance), যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও জাতপাতের কাঠামোর বাইরে গিয়ে একটি মানবতাবাদী দর্শন গড়ে তোলে (Chakraborty 50)। এই বিভিন্ন মতামত থেকে স্পষ্ট হয় যে লোকসংস্কৃতিকে কেবল একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা যায় না— এটি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক দলিল, সামাজিক দর্পণ, প্রতিরোধের ভাষা এবং সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয়ের বাহক।

লোকসংস্কৃতির সংকট : বিশ্বায়ন, নগরায়ন ও প্রজন্মান্তরের ব্যবধান : বিগত কয়েক দশকে বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার লোকসংস্কৃতির সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হচ্ছে, ফলে যে পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে লোকজ্ঞান মৌখিকভাবে হস্তান্তরিত হত, তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। তরুণ প্রজন্ম বৈশ্বিক গণমাধ্যম সংস্কৃতি ও ডিজিটাল বিনোদনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হওয়ায় প্রথাগত লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে। ফলস্বরূপ, বহু লোকশিল্পী ও কারিগর তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে এই শিল্প শেখাতে ব্যর্থ হচ্ছেন, এবং বহু মৌখিক ঐতিহ্য— বিশেষত প্রান্তিক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা ও গাথা-বিলুপ্তির পথে।

ইউনেস্কোর অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage) সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলিতেও বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে বিশ্বের বহু ভাষা ও মৌখিক ঐতিহ্য আগামী কয়েক দশকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে (UNESCO 6)। বাংলার প্রেক্ষাপটেও একই চিত্র লক্ষ করা যায়-বাউল, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, আলকাপ প্রভৃতি লোকসংগীতের ঐতিহ্যবাহী গায়েনদের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান, এবং তাঁদের অনেকের কাছে নিজস্ব পরিবেশনার কোনো রেকর্ডকৃত সংস্করণ পর্যন্ত নেই (Basu 58)। বাণিজ্যিক গণমাধ্যম প্রায়শই লোকসংস্কৃতিকে বিনোদনের পণ্যে রূপান্তরিত করে তার আসল সামাজিক-আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, যাকে সমাজবিজ্ঞানে 'সাংস্কৃতিক পণ্যায়ন' (Commodification of Culture) বলা হয়।

প্রজন্মান্তরের এই ব্যবধান কেবল আগ্রহের অভাব নয়, বরং একটি কাঠামোগত সমস্যাও বটে। শিক্ষাব্যবস্থা, চাকরির বাজার এবং সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ড - সবকিছুই ক্রমশ প্রথাগত লোকজ্ঞানের পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিক, প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ফলে অনেক লোকশিল্পী পরিবার তাঁদের সন্তানদের এই পেশায় নিরুৎসাহিত করছেন, কারণ তা আর্থিকভাবে অনিশ্চিত ও সামাজিকভাবে অবমূল্যায়িত। এই কাঠামোগত চাপের ফলে লোকসংস্কৃতির স্বাভাবিক আন্তঃপ্রজন্ম সঞ্চালন প্রক্রিয়া (Intergenerational Transmission) বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে সমগ্র ঐতিহ্যের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে।

এই সংকটের প্রেক্ষাপটেই লোকসংস্কৃতির নথিভুক্তিকরণ ও সংরক্ষণের প্রশ্নটি আজ জরুরি হয়ে উঠেছে, এবং এখানেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য ভূমিকা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তবে এই প্রেক্ষাপটে এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে প্রযুক্তি কোনো জাদুকাঠি নয়- এটি সংকটের কাঠামোগত কারণগুলিকে দূর করতে পারে না, বড়জোর তার কিছু পরিণামকে প্রশমিত করতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই বলতে বোঝায় এমন কম্পিউটার প্রণালী, যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ— যেমন শেখা, যুক্তি প্রয়োগ, প্যাটার্ন শনাক্তকরণ, ভাষা বোঝা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ - অনুকরণ করতে সক্ষম। বর্তমান যুগের এআই প্রযুক্তি মূলত মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্নিং পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল, যেখানে বিপুল পরিমাণ তথ্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 447 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিশ্লেষণ করে প্রণালীটি নিজে থেকেই প্যাটার্ন শনাক্ত করতে শেখে (Manovich 52)। সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি প্রধান এআই প্রযুক্তি হল— প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (Natural Language Processing), যা ভাষাগত তথ্য বিশ্লেষণ ও অনুবাদে ব্যবহৃত হয়; বাক্-থেকে-লেখ্য রূপান্তর প্রযুক্তি (Speech-to-Text), যা মৌখিক ঐতিহ্যকে লিখিত রূপে ধরে রাখতে সাহায্য করে; চিত্র ও প্যাটার্ন শনাক্তকরণ (Image Recognition), যা হস্তশিল্প ও নকশার শ্রেণিবিন্যাসে সহায়ক এবং জেনারেটিভ মডেল, যা ক্ষয়প্রাপ্ত বা অসম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক উপাদান পুনর্গঠনে ব্যবহৃত হতে পারে।

এই প্রযুক্তিগুলি একত্রে ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ (Digital Humanities) নামক আন্তঃবিষয়ক ক্ষেত্রের অংশ হিসেবে বিকশিত হয়েছে, যেখানে সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক তথ্যের ডিজিটাল সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পুনরুপস্থাপনার কাজ চলছে (Manovich 61)।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য হল Optical Character Recognition (OCR) প্রযুক্তি, যা হাতে লেখা পুঁথি, তালপাতার পাণ্ডুলিপি বা পুরনো মুদ্রিত লোকসাহিত্য ডিজিটাল টেক্সটে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে; বৃহৎ ভাষা মডেল (Large Language Models), যা বিপুল পরিমাণ লোকজ্ঞান থেকে প্যাটার্ন, থিম ও আখ্যানগত কাঠামো শনাক্ত করতে সক্ষম; এবং ক্লাউড-ভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার (Cloud Databases), যা বিকেন্দ্রীভূতভাবে সংগৃহীত তথ্যকে কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ ও ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই প্রযুক্তিগুলির সম্মিলিত প্রয়োগে একটি সম্পূর্ণ 'সাংস্কৃতিক তথ্য বাস্তুতন্ত্র' (Cultural Data Ecosystem) গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে সংগ্রহ, শ্রেণিবিন্যাস, বিশ্লেষণ ও প্রচার— এই চারটি ধাপই প্রযুক্তিগতভাবে সংযুক্ত থাকে।

৫. লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য ভূমিকা :

১. মৌখিক ঐতিহ্যের নথিভুক্তিকরণ : বাক্-থেকে-লেখ্য রূপান্তর প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রবীণ লোকশিল্পীদের পরিবেশিত গান, কাহিনি বা মন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিখিত রূপে ধরে রাখা সম্ভব, যা পূর্বে সম্পূর্ণ মানুষের শ্রম ও সময়সাপেক্ষ ছিল। বিশেষত এমন আঞ্চলিক উপভাষা বা আদিবাসী ভাষায়, যেখানে প্রশিক্ষিত প্রতিলিপিকারীর অভাব রয়েছে, সেখানে এআই-চালিত স্বয়ংক্রিয় প্রতিলিপিকরণ যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

২. যন্ত্র অনুবাদ ও ভাষা সংরক্ষণ : বহু লোকজ্ঞান আঞ্চলিক উপভাষায় বিদ্যমান, যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে দুর্বোধ্য। আধুনিক যন্ত্র অনুবাদ প্রযুক্তি এই ভাষাগত ব্যবধান কমিয়ে লোকসংস্কৃতিকে বিস্তৃত পাঠক ও গবেষকমহলের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। এছাড়া বিপন্ন ভাষাসমূহের শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণ সংরক্ষণেও এআই-নির্ভর ভাষা মডেল ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩. ডিজিটাল আর্কাইভ ও ভার্চুয়াল জাদুঘর : চিত্র শনাক্তকরণ ও মেটাডেটা স্বয়ংক্রিয়করণের মাধ্যমে লোকশিল্প, হস্তশিল্প ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিশাল সংগ্রহ দ্রুত শ্রেণিবদ্ধ ও অনুসন্ধানযোগ্য করে তোলা সম্ভব। এর ফলে ভার্চুয়াল জাদুঘর ও অনলাইন আর্কাইভ নির্মাণ সহজতর হয়, যেখানে দূরবর্তী স্থান থেকেও গবেষক ও সাধারণ মানুষ লোকসংস্কৃতির নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

৪. ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানের পুনর্গঠন : পুরাতন অডিও রেকর্ডিং বা ছবি, যা সময়ের সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, তা জেনারেটিভ এআই মডেলের সাহায্যে আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার বা উন্নত করা সম্ভব-যদিও এক্ষেত্রে মৌলিকত্ব রক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ থেকে যায়।

৫. শিক্ষামূলক ও প্রচারমূলক ব্যবহার : এআই-চালিত সুপারিশ প্রণালী (Recommendation Systems) তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ অনুযায়ী লোকসংগীত বা লোককাহিনি সুপারিশ করে তাদের প্রথাগত সংস্কৃতির সঙ্গে পুনঃসংযুক্ত করতে পারে। Interactive Chatbot বা ভার্চুয়াল সহায়কের মাধ্যমে শিশু ও তরুণদের কাছে লোককাহিনি সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করাও সম্ভব।

৬. সামাজিক মানচিত্রায়ণ ও নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ : AI-চালিত তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো অঞ্চলের বিভিন্ন লোকশিল্পী, গায়েন ও কারিগরদের মধ্যে সম্পর্কের নেটওয়ার্ক মানচিত্রায়িত করা সম্ভব, যা কোন কোন গুরু-শিষ্য পরম্পরা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 447 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এখনও সক্রিয় এবং কোনগুলি বিলুপ্তির পথে, তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এই ধরনের সামাজিক নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ নীতিনির্ধারকদের অগ্রাধিকারভিত্তিক সংরক্ষণ পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়ক হতে পারে— অর্থাৎ কোন ঐতিহ্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে, তা আগে থেকে চিহ্নিত করে সীমিত সম্পদ সর্বাধিক কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

এই প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাগুলি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি কেবল তথ্য সংরক্ষণ নয়, বরং সামাজিক সংহতি ও সমষ্টিগত স্মৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষার একটি নতুন মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। তবে প্রতিটি প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার সঙ্গেই একটি সতর্কতা জড়িয়ে থাকে— প্রযুক্তি যত উন্নতই হোক না কেন, তা মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণ ও সম্প্রদায়গত তত্ত্বাবধানের বিকল্প হতে পারে না, বরং একটি সহায়ক হাতিয়ার হিসেবেই তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ : AI-চালিত সাংস্কৃতিক সংরক্ষণকে দুর্খেইমীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বলা যায়, ডিজিটাল আর্কাইভ সমষ্টিগত স্মৃতিকে (Collective Memory) একটি নতুন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারে— যেখানে বিক্ষিপ্ত ব্যক্তি-স্মৃতি একত্রিত হয়ে একটি স্থায়ী সামাজিক দলিলে পরিণত হয়। দুর্খেইম নিজে সমষ্টিগত চেতনাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে সমাজের সদস্যদের অভিন্ন বিশ্বাস ও অনুভূতির সমষ্টি “forms a determinate system with a life of its own” (Durkheim, Division of Labor 39) অর্থাৎ এই সমষ্টিগত চেতনা ব্যক্তি-মানুষের ঊর্ধ্বে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে কাজ করে। মরিস আলভাক্স-এর ‘সামাজিক কাঠামোবদ্ধ স্মৃতি’ (Collective Memory) তত্ত্ব অনুযায়ী, স্মৃতি ব্যক্তিগত নয় বরং সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হয়। আলভাক্স নিজেই এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে লেখেন, “the past is not preserved but is reconstructed on the basis of the present” (Halbwachs 40) - অর্থাৎ অতীত হুবহু সংরক্ষিত থাকে না, বরং বর্তমান সময়ের চাহিদা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তা প্রতিনিয়ত পুনর্গঠিত হয়। ডিজিটাল আর্কাইভ এই সামাজিক নির্মাণ প্রক্রিয়ায় একটি নতুন প্রাতিষ্ঠানিক অভিকর্তা (Institutional Agent) হিসেবে প্রবেশ করে, যা স্মৃতি সংরক্ষণের পদ্ধতি ও তার অভিগম্যতাকে রূপান্তরিত করে।

কার্যক্রমবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, AI লোকসংস্কৃতির 'সুপ্ত কার্যাবলি' (Latent Functions) বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে— যেমন সামাজিক সংহতি, প্রজন্মগত সংযোগ ও সাংস্কৃতিক গর্ববোধ— এমনকি যখন ঐতিহ্যবাহী প্রত্যক্ষ পরিবেশনার সুযোগ কমে যাচ্ছে। তবে দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক (Conflict Theory) দৃষ্টিকোণ থেকে একই প্রক্রিয়াকে সমালোচনামূলকভাবেও দেখা যেতে পারে— কারা এই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে, কার স্বার্থে তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে, এবং লোকসম্প্রদায়ের নিজস্ব কণ্ঠস্বর এই প্রক্রিয়ায় কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে— এই প্রশ্নগুলি ক্ষমতাসম্পর্কের বিশ্লেষণের দাবি রাখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন প্রকল্পগুলি পরিচালিত হয় শহুরে প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থার দ্বারা, যেখানে মূল লোকসম্প্রদায়ের ভূমিকা প্রায়শই তথ্যদাতা হিসেবেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে নয় (Srinivasan 115)।

উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ— ডিজিটাল আর্কাইভিং প্রক্রিয়ায় লোকসংস্কৃতিকে কি একটি ‘জীবন্ত অনুশীলন’ হিসেবে দেখা হচ্ছে, না কি একটি ‘জাদুঘরের নিদর্শন’ হিসেবে? দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর প্রভাবশালী গ্রন্থে ইউরোপকেন্দ্রিক জ্ঞানকাঠামোকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনর্গঠনের কথা বলেন, যাকে তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন - “from and for the margins” (Chakrabarty 16) বলে। একইভাবে লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন ওঠে— এই প্রক্রিয়া কি সত্যিই প্রান্তিক লোকসম্প্রদায়ের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিচালিত হচ্ছে, নাকি কেন্দ্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিই তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? ডিজিটাল আর্কাইভ যদি সংস্কৃতিকে কেবলমাত্র একটি স্থিরচিত্রে পরিণত করে, তবে তা মূল ঐতিহ্যের গতিশীলতা ও রূপান্তরযোগ্যতাকেই হারিয়ে ফেলার ঝুঁকি তৈরি করে।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ (Symbolic Interactionism)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, লোকসংস্কৃতির অর্থ কোনো স্থির বৈশিষ্ট্য নয়, বরং তা প্রতিনিয়ত সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুনর্নির্মিত হয়। একটি লোকগান বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 447 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে— পারিবারিক অনুষ্ঠানে যে গান আনন্দের প্রতীক, তা হয়তো অন্য প্রেক্ষাপটে প্রতিরোধ বা শোকের প্রতীক হয়ে ওঠে। এআই-চালিত শ্রেণিবিন্যাস প্রণালী যখন গানকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়শ্রেণিতে (যেমন - 'বিবাহ সঙ্গীত' বা 'ধর্মীয় সঙ্গীত') আবদ্ধ করে ফেলে, তখন তা এই অর্থের বহুস্তরীয়তা ও প্রসঙ্গনির্ভরতাকে উপেক্ষা করার ঝুঁকি তৈরি করে। ফলে প্রযুক্তিগত শ্রেণিবিন্যাসকে সবসময় নমনীয় ও বহু-প্রেক্ষাপটনির্ভর রাখা প্রয়োজন, যাতে তা লোকসংস্কৃতির অর্থগত জটিলতাকে সরলীকৃত না করে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এআই ও লোকসংস্কৃতির সম্পর্ককে বোঝার জন্য কোনো একক তাত্ত্বিক কাঠামো যথেষ্ট নয়। কার্যক্রমবাদ যেখানে প্রযুক্তির সম্ভাব্য ইতিবাচক সামাজিক কার্যাবলি তুলে ধরে, সেখানে দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষমতাসম্পর্ক ও বৈষম্যের প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে, এবং প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ অর্থনির্মাণের জটিলতা তুলে ধরে। এই বহুতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিই এই প্রবন্ধের বিশ্লেষণী কাঠামোর মূল ভিত্তি।

সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ :

১. সম্ভাবনা : এআই-নির্ভর সংরক্ষণ প্রক্রিয়া দ্রুত, ব্যাপক ও অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণ সাংস্কৃতিক উপাদান নথিভুক্ত করতে সক্ষম। এটি ভৌগোলিক ও ভাষাগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে লোকসংস্কৃতিকে বিশ্বব্যাপী গবেষক ও আগ্রহী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। এছাড়া তরুণ প্রজন্মের কাছে ডিজিটাল মাধ্যমে উপস্থাপিত সংস্কৃতি অধিক আকর্ষণীয় হওয়ায় প্রথাগত ঐতিহ্যের প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে।

২. সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিচ্যুতির ঝুঁকি : তবে এআই-চালিত সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় সমালোচনা হল, প্রযুক্তি প্রায়শই সাংস্কৃতিক উপাদানকে তার মূল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি তথ্যখণ্ডে পরিণত করে। একটি লোকগান শুধুমাত্র সুর ও কথার সমষ্টি নয়— তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পরিবেশনার স্থান, ঋতু, সামাজিক উপলক্ষ ও সম্প্রদায়গত অংশগ্রহণ। ডিজিটাল আর্কাইভে এই প্রেক্ষাপট প্রায়শই হারিয়ে যায়।

৩. সাংস্কৃতিক পণ্যায়ন ও মালিকানার প্রশ্ন : এআই-নির্মিত কনটেন্ট বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রদর্শিত লোকসংস্কৃতি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হলে, মূল সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বীকৃতি ও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার (Intellectual Property Rights) সংক্রান্ত বর্তমান আইনি কাঠামো সমষ্টিগত ও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপ্রতুল, যা প্রায়শই ব্যক্তিমালিকানার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪. ডিজিটাল বিভাজন (Digital Divide) : যে প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী লোকসংস্কৃতির মূল ধারক, তাদের অনেকেরই ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ বা দক্ষতা সীমিত। ফলে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রায়শই শহুরে, শিক্ষিত ও প্রযুক্তি-সক্ষম শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে, যা একধরনের নতুন সাংস্কৃতিক অসাম্য তৈরি করতে পারে।

৫. সমরূপীকরণের ঝুঁকি : অ্যালগরিদম-নিয়ন্ত্রিত সুপারিশ প্রণালী প্রায়শই জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে কনটেন্ট নির্বাচন করে, যার ফলে কম পরিচিত বা প্রান্তিক লোকঐতিহ্য আরও অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এমনকি ডিজিটাল যুগেও। এইভাবে বৈচিত্র্য রক্ষার প্রযুক্তি বিপরীতক্রমে সমরূপীকরণের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৬. প্রকৃতত্বের প্রশ্ন : জেনারেটিভ এআই দ্বারা পুনর্নির্মিত বা 'উন্নত' সাংস্কৃতিক উপাদান কতটা প্রকৃত (Authentic) থেকে যায়, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। একটি কৃত্রিমভাবে পুনর্গঠিত লোকগান বা চিত্র মূল ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে, নাকি তা একটি নতুন, প্রযুক্তি-নির্মিত সংস্করণ— এই পার্থক্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত না করা হলে গবেষণা ও শিক্ষায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত : বাংলা ও ভারতীয় প্রেক্ষাপট : পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাউল ঐতিহ্য একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, যেখানে ইউনেস্কো কর্তৃক অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল আর্কাইভ নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে (UNESCO 9)। বাউল গানের রেকর্ডিং, বাউল সাধকদের সাক্ষাৎকার ও পরিবেশনার ভিডিও সংগ্রহ করে অনলাইন সংগ্রহশালা তৈরির প্রয়াস চলছে, যেখানে বাক্-থেকে-লেখ্য প্রযুক্তি গানের কথা প্রতিলিপিকরণে সহায়ক হতে পারে। একইভাবে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আদিবাসী ভাষা— যেমন সাঁওতালি, কুরুখ বা মুন্ডারী— সংরক্ষণে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 447 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভাষা-প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, যেখানে এআই-চালিত ভাষা মডেল বিপন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার নথিভুক্ত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে (Basu 63)।

উত্তরবঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গ অঞ্চলের ব্রতচারী আন্দোলনের আর্কাইভ, রাজবংশী লোকগীতি, এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকনৃত্যের ভিডিও সংগ্রহও ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ প্রকল্পের অংশ হয়ে উঠছে। এই প্রকল্পগুলির সাফল্য নির্ভর করে স্থানীয় লোকসম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার উপর— যেখানে তাঁরা কেবল তথ্যদাতা নন, বরং সহ-গবেষক ও সহ-সংরক্ষকের ভূমিকা পালন করেন।

এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে প্রযুক্তি একা সংরক্ষণের সমাধান নয়— সামাজিক অংশগ্রহণ, নীতিগত কাঠামো এবং সম্প্রদায়ের মালিকানার নিশ্চয়তা ছাড়া প্রযুক্তি-নির্ভর প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয় না।

আন্তর্জাতিক পরিসরেও তুলনীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়— অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মৌখিক ইতিহাস সংরক্ষণে গড়ে ওঠা সম্প্রদায়-নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল আর্কাইভ, বা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণে ব্যবহৃত মোবাইল-ভিত্তিক রেকর্ডিং অ্যাপ্লিকেশন, যেখানে স্থানীয় বক্তারাই মূল অবদানকারী ও নিয়ন্ত্রক (Srinivasan 118)। এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্তগুলি থেকে একটি সাধারণ শিক্ষা পাওয়া যায়— সফল প্রকল্পগুলিতে প্রযুক্তি সম্প্রদায়ের 'উপর' চাপিয়ে দেওয়া হয় না, বরং সম্প্রদায়ের নিজস্ব চাহিদা ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী গড়ে তোলা হয়। ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও এই শিক্ষা প্রযোজ্য— যেখানে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিশ্বের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ, সেখানে কেন্দ্রীভূত, একমুখী ডিজিটাইজেশন মডেলের পরিবর্তে বিকেন্দ্রীভূত, অঞ্চলভিত্তিক ও সম্প্রদায়-চালিত মডেল অধিক কার্যকর হতে পারে।

একটি নৈতিক ও সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক কাঠামোর প্রস্তাব : উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, এআই-চালিত লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ প্রকল্পকে সফল ও নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, তথ্য সংগ্রহের পূর্বে সংশ্লিষ্ট লোকসম্প্রদায়ের কাছ থেকে সচেতন সম্মতি (Informed Consent) গ্রহণ করা আবশ্যক, যেখানে তাদের জানানো হবে তথ্য কীভাবে সংরক্ষিত ও ব্যবহৃত হবে।

দ্বিতীয়ত, সহ-নকশা পদ্ধতি (Co-design Approach) গ্রহণ করে সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রযুক্তি নির্মাণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে অর্জিত যেকোনো বাণিজ্যিক সুবিধার ন্যায্য ভাগ (Benefit Sharing) মূল সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে।

চতুর্থত, সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রেক্ষাপট— অর্থাৎ কোন উপলক্ষে, কোথায়, কার দ্বারা এবং কী উদ্দেশ্যে তা পরিবেশিত হয়— তা মেটাডেটা হিসেবে সংরক্ষণ করা জরুরি, যাতে ভবিষ্যৎ গবেষক ও ব্যবহারকারীরা তা কেবল বিচ্ছিন্ন তথ্য হিসেবে না দেখে সামগ্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে বুঝতে পারেন।

পঞ্চমত, ডিজিটাল বিভাজন কমাতে স্থানীয় ভাষায় প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি অভিগম্যতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন, যাতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া কেবলমাত্র বাইরের বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীল না থেকে সম্প্রদায়ের নিজস্ব সক্ষমতার মধ্যে গড়ে ওঠে।

সবশেষে, নীতিনির্ধারক ও গবেষকদের মনে রাখা প্রয়োজন যে লোকসংস্কৃতি একটি জীবন্ত, পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া— এআই-প্রযুক্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত এই জীবন্ততাকে সহায়তা করা, তাকে একটি স্থির জাদুঘর-নিদর্শনে পরিণত করা নয়।

এই কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি সংস্কৃতি মন্ত্রক, বেসরকারি সংস্থা (NGO) এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলির মধ্যে একটি ত্রিস্তরীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গবেষণাগত দক্ষতা ও তাত্ত্বিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে; সরকারি সংস্থাগুলি নীতিগত কাঠামো, তহবিল ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে; আর প্রযুক্তি সংস্থাগুলি প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সরবরাহ করতে পারে— তবে সবক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 447 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থাকা উচিত লোকসম্প্রদায় নিজেই। এই ধরনের বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্ব মডেল ছাড়া এআই-চালিত সংরক্ষণ প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হওয়া কঠিন।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা : এই প্রবন্ধটি মূলত তাত্ত্বিক ও সাহিত্য-পর্যালোচনাভিত্তিক হওয়ায় এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, এখানে কোনো মাঠ-সমীক্ষা (Field Survey) বা লোকসম্প্রদায়ের সরাসরি সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যা ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক (Empirical) গবেষণার মাধ্যমে পরিপূরক করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল, ফলে এই প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাগুলি আগামী কয়েক বছরে আরও বিস্তৃত ও উন্নত রূপ নিতে পারে, যা এই বিশ্লেষণের সময়গত সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে।

ভবিষ্যৎ গবেষণায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এমন কয়েকটি দিক হল— লোকসম্প্রদায়ের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়াকে কীভাবে দেখা হয়, তা নিয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক সমীক্ষা; বিভিন্ন রাজ্য বা দেশের ডিজিটাল সংরক্ষণ নীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ; এবং AI-চালিত সংরক্ষণ প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক প্রভাব— যেমন এটি সত্যিই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত করছে কিনা, নাকি কেবল একটি নস্টালজিক ডিজিটাল স্মারক হিসেবে থেকে যাচ্ছে— তার অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন। এছাড়া বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকারের প্রচলিত আইনি কাঠামো সমষ্টিগত ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ক্ষেত্রে কীভাবে সংশোধিত হতে পারে, তা নিয়েও আন্তঃবিষয়ক (আইন, সমাজবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

উপসংহার : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ও বহুমুখী হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা মৌখিক ঐতিহ্যের নথিভুক্তিকরণ, ভাষাগত সংরক্ষণ, ডিজিটাল আর্কাইভ নির্মাণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে সংস্কৃতির পুনঃ উপস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখায় যে এই প্রযুক্তির প্রয়োগ কোনোভাবেই মূল্যনিরপেক্ষ নয় - এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্ষমতাসম্পর্ক, সাংস্কৃতিক মালিকানা, ডিজিটাল বিভাজন এবং প্রকৃতত্ত্বের জটিল প্রশ্ন। প্রযুক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাই লোকসংস্কৃতিকে প্রকৃত অর্থে জীবন্ত ও অর্থবহভাবে সংরক্ষণের একমাত্র টেকসই পথ। সমাজবিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও লোকসম্প্রদায়ের ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতির রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারে— নিছক প্রযুক্তিগত কৌতূহলের বিষয় না হয়ে।

শেষপর্যন্ত, প্রশ্নটি প্রযুক্তির সক্ষমতার নয়, বরং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক অভিমুখের। যে সমাজ লোকসংস্কৃতিকে কেবল অতীতের নস্টালজিক স্মারক হিসেবে না দেখে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জীবন্ত সম্পদ হিসেবে মূল্য দেয়, সেই সমাজই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তিকে প্রকৃত অর্থে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা রক্ষার কাজে লাগাতে পারবে। এই দায়িত্ব কেবল প্রযুক্তিবিদ বা নীতি নির্ধারকদের একার নয় - এটি সমগ্র সমাজের, বিশেষত সমাজবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতিবিদদের, একটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা।

Bibliography:

Durkheim, Émile. The Elementary Forms of Religious Life. Translated by Karen E. Fields, Free Press, 1995, pp. 208–216
Redfield, Robert. The Little Community and Peasant Society and Culture. University of Chicago Press, 1960, pp. 87–104
Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Translated by Richard Nice, Harvard University Press, 1984, pp. 466–484
Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. Edited and translated by Lewis A. Coser, University of Chicago Press, 1992, pp. 37–53
Dundes, Alan. Folklore Matters. University of Tennessee Press, 1989, pp. 15–33

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 447 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

UNESCO. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. UNESCO Publishing, 2003, pp. 1–12

Manovich, Lev. Cultural Analytics. MIT Press, 2020, pp. 45–68

Srinivasan, Ramesh. Whose Global Village? Rethinking How Technology Shapes Our World. New York University Press, 2017, pp. 102–121

Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton University Press, 2000, pp. 3–46

Basu, Jayanta. "Digitization of Folk Traditions in Bengal: Prospects and Problems." Journal of Indian Folkloristics, vol. 12, no. 2, 2021, pp. 55–70

Bendix, Regina. In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. University of Wisconsin Press, 1997, pp. 7–20

Ginsburg, Faye, and Fred Myers. "A History of Indigenous Futures: Accounting for Indigenous Art and Media." Anthropology Quarterly, vol. 79, no. 4, 2006, pp. 592–605

Thoms, William J. "Folklore." The Athenaeum, no. 982, 1846, pp. 862–863

Dorson, Richard M. Folklore and Folklife: An Introduction. University of Chicago Press, 1972, pp. 1–50

Boas, Franz. Race, Language and Culture. University of Chicago Press, 1940, pp. 451–490

Toelken, Barre. The Dynamics of Folklore. Utah State University Press, 1996, pp. 34–54

Dégh, Linda. Legend and Belief: Dialectics of a Folklore Genre. Indiana University Press, 2001, pp. 97–115

Glassie, Henry. Material Culture. Indiana University Press, 1999, pp. 41–68

Bhattacharya, Ashutosh. Banglar Lokasanskriti (বাংলার লোকসংস্কৃতি). National Book Trust, 1986, pp. 10–35

Chakraborty, Sudhir. Baul Fakir Katha (বাউল ফকির কথা). Ananda Publishers, 2009, pp. 45–62

Durkheim, Émile. The Division of Labor in Society. Translated by W. D. Halls, Free Press, 1984, pp. 38–39